সমাজদর্শনের আলোচনাক্ষেত্র ঃ Scope of Social Philosophy

আমরা সবাই জানি যে প্রতিটি বিজ্ঞান সে তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান যাইহোকনা কেন তারা সমাজ বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ একটি দিক নিয়ে আলোচনা করে। এইভাবে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার দ্বারা আমরা কোন না কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে থাকি। আর এই সকল নির্ধারিত বিষয়বস্তু হল জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখাটির আলোচ্য বিষয় বা আলোচনাক্ষেত্র। সমাজদর্শনেরও নিজস্ব আলোচনার বিষয়বস্তু বা ক্ষেত্র আছে। যে-কোন সমাজবিজ্ঞানের বাস্তব তথ্যাদির সাথে তাৎপর্য ও মূল্যমানের আলোচনা সংযুক্ত হওয়া আবশ্যক। নাহলে কোন আলোচনাই পরিপূর্ণতা পায় না। এক্ষেত্রে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তথ্যাদির বর্ণনা প্রদানের সাথে সাথে দর্শন তথ্যাদির মূল্যায়নও করে। আদর্শ বা মূল্যমানের বিচার-বিশ্লেষণের কারণেই সমাজদর্শনের স্বাতন্ত্র। আর এই কারণেই সমাজদর্শনের সাথে সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের পার্থক্য।

সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান (Positive sciences) এই সকল বিজ্ঞান মানুষ, মানবসমাজ ও মানব সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু সমাজতত্ত্ব বা অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের আওতায় সমাজজীবনের মূল্যমান ও আদর্শসমূহ আসে না। সমাজজীবনের মূল্যবোধ ও আদর্শমূলক আলোচনার জন্য আছে স্বতন্ত্র একটি সামাজিক বিজ্ঞান। আর এই সামাজিক বিজ্ঞানটি হল 'সমাজদর্শন' (Social Philosophy)। সমাজের আদর্শের স্বরূপ, জনকল্যাণের আদর্শ, ব্যক্তিমানুষের আদর্শ, আশা-আকাঙ্খা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা সমাজদর্শনের আওতায় আসে।

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও নীতিসমূহের সত্যতা ও মূল্যমান যাচাই হয় সমাজদর্শনে। স্বভাবতই সমাজদর্শন হল একটি আদর্শনিষ্ঠ(Normative) সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজদর্শন কেবল সামাজিক ঘটনাবলীর বর্ননা বা ব্যাখ্যা করে না। সমাজদর্শন আদর্শ ও মূল্যের মাণদণ্ডে সামাজিক ঘটনাসমূহের ন্যায়সঙ্গতা নির্ধারণ করে এবং তাৎপর্য পর্যালোচনা করে। সমাজদর্শন সামাজিক ঘটনাসমূহের দার্শনিক গুরুত্ব নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে। সামাজিক বিষয়াদির দার্শনিক আলোচনাই হল সমাজদর্শন।

সমাজ সম্পর্কিত সামগ্রিক আলোচনা বা সমাজবদ্ধ মানুষের সমগ্র জীবনই সমাজতত্ত্বের আলোচনার বিষয়। কিন্তু সমাজদর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র অতটা প্রসারিত নয়। সমাজদর্শনের দায়িত্ব হল সমাজের আদর্শ ও সেই আদর্শ অর্জনের উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা। এর থেকেই বোঝা যায় সমাজতত্ত্ব অপেক্ষা সমাজদর্শনের আলোচনার পরিধি সংকীর্ণ। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) তাই বলেন, ‘‘সমাজদর্শনের সীমানা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের সাথে দর্শনশাস্ত্রের যে ধরণের পার্থক্য, সমাজতত্ত্বের অর্ন্তভূক্ত বিশেষ বিশেষ শাখাসমূহের সাথে সমাজদর্শনেরও অনুরূপ পার্থক্য বর্তমান।’’

অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় সমাজদর্শনে ঃ একথা ঠিক যে সমাজদর্শনের আলোচনার পরিধি সমাজতত্ত্ব থেকে সংকীর্ণ তাহলেও নিত্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে সমাজদর্শন বহু ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে। সমাজদর্শনের আলোচনায় এই সকল তথ্যের দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। মূল্যমানের মানদণ্ডে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান থেকে সমাজদার্শনিকরা তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অসংখ্য বিষয় সমাজদর্শনের আলোচনার অর্ন্তভুক্ত হয়। এই সুবাদে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজদর্শনের সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি সামাজিক বিজ্ঞানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি হল ঃ জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, আইনবিজ্ঞান, ধর্মদর্শন ও ইতিহাস। এই সকল সামাজিক বিজ্ঞানের বহু বিষয় সমাজদর্শনের আলোচনার অর্ন্তভুক্ত। জ্ঞানের এই সকল শাখার সাথে সমাজদর্শনের সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কের আলোচনাও সমাজদর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে।

মনোবিজ্ঞানের বিষয় সমাজদর্শনে ঃ সমাজ সম্পর্কিত আলোচনার একটি অংশ মনস্তাত্ত্বিক। সমাজদর্শনে প্রত্যেক সামাজিক ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়। আর এই কারণে সমাজদর্শনের ভিত্তি হিসাবে মনোবিদ্যার কথা বলা হয়। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার-ব্যবহার অনুধাবন করতে গেলে মানুষের মনকে জানতে হয়। মানুষের মন নিয়ে আলোচনা আছে মনোবিজ্ঞানে। আর তাই মনোবিজ্ঞানের বহু বিষয় সমাজদর্শনের আলোচনার অর্ন্তভূক্ত। অধুনা জ্ঞানের অন্যতম শাখা হিসাবে সামাজিক মনোবিজ্ঞান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

জীববিদ্যার বিষয় সমাজদর্শনেঃ সমাজদর্শনের আলোচনায় জীববিদ্যাও এসে পড়ে। মানুষের জীবন সম্পর্কে জানলে মানুষকে সামগ্রিকভাবে জানা যায় না। জীবনের ক্রমবিকাশের ওপর জৈবিক বিবর্তনবাদের অনুসন্ধানমূলক আলোকপাতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জীববিদ্যার আলোচ্য এই বিষয়টি সমাজদর্শনের আলোচনার অর্ন্তভূক্ত হয়। বিবর্তনবাদ হল জীববিদ্যার একটি তত্ত্ব। জৈবিক বিবর্তনবাদ সামাজিক অগ্রগতির অনুশীলনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

নীতিবিজ্ঞানের বিষয় সমাজদর্শনেঃ সমাজদর্শনের আলোচনায় নীতিবিজ্ঞানের বিষয়ও বর্তমান। সামাজিক আদর্শ নিয়ে সমাজদার্শনিকরা আলোচনা করেন। নীতিবিজ্ঞনের আলোচনার সাথে সামাজিক আদর্শের আলোচনা সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক আদর্শ ও মানুষের আশা-আকাঙ্খা অভিব্যক্তি লাভ করে সামাজিক সংগঠন সমূহের মাধ্যমে। সামাজিক আদর্শের মধ্যে নিহিত আছে সামাজিক কল্যাণ। সামাজিক কল্যাণ নির্ধারিত হয় নৈতিক পরম কল্যাণের আদর্শের ভিত্তিতে। স্বভাবতই নীতিবিজ্ঞানের বহু বিষয় সমাজদর্শনে আলোচিত হয়।

অর্থনীতির বিষয় সমাজদর্শনেঃ অর্থনীতির নানাবিধ সমাস্যা সরাসরি সমাজদর্শনে আলোচনা করা হয়। কারণ সমাজদর্শনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় জনকল্যাণের ধারণা। জনকল্যাণের ধারণার সাথে উৎপাদন, বিনিয়োগ, বন্টন, ভোগ প্রভৃতি সম্পর্কযুক্ত। আর তাই অর্থনীতির বিষয়াদিও সমাজদর্শনের আলোচনায় চলে আসে।

আমাদের মনে হতে পারে ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনা বোধ হয় কেবলই ধর্মদর্শনের বিষয়। কিন্তু তা নয়। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদিও সমাজদর্শনের আলোচনার অর্ন্তভূক্ত।

সমাজদর্শনে সামাজিক বিকাশ ও অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা কিন্তু ইতিহাসের বিষয়বস্তু থেকে নেওয়া।

সমাজদর্শনের অন্যতম আলোচনার বিষয় হল সামাজিক অগ্রগতি। ব্যক্তিবর্গের উন্নতির সাথে সামাজিক অগ্রগতি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ব্যক্তি-মানুষের উন্নতি নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় শিক্ষবিষয়ক বিভিন্ন নীতির দ্বারা। স্বভাবতই এই সকল বিষয়বস্তুও সমাজদর্শনের আলোচনার অর্ন্তভূক্ত হয়।

উক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও যে সকল বিষয় সমাজদর্শনের আলোচনাক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে তা নিম্নরূপভাবে আলোচনা করা হল।

১) সমাজদর্শনের আলোচনাক্ষেত্রের অর্ন্তভূক্ত হল সমাজজীবনের মৌলিক ধারণা ও নীতিসমূহ। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে মানুষ, সমাজ, পরিবার, গোষ্ঠী, সুখ-সুবিধা, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমাজদর্শনে সমাজ, ব্যক্তি প্রভৃতি প্রত্যয়সমূহের অর্থ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়।

২) সমাজদর্শনে সমাজের অর্ন্তগত বিভিন্ন সংগঠন ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রকৃতির। সামাজিক সংঘ-সংগঠন ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তা নির্ধরিত হয় সমাজতত্ত্বের আলোচনায়। এই সকল বিষয়াদির দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিই সমাজদর্শনের আলোচনাক্ষেত্রের অর্ন্তগত।

৩) মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ও তার ভিত্তি, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মানুষের অবস্থান, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, জনসাধারণের কল্যাণ, জনকল্যাণের সাথে ব্যক্তি মানুষের কল্যাণের সম্পর্ক প্রভৃতি সমাজদর্শনের আলোচনাক্ষেত্রের অর্ন্তভূক্ত। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক জটিলতার সমাধান সমাজদর্শনের দায়িত্ব। এই কারণে এ বিষয়ে যে সকল মতবাদ বর্তমান তাও সমাজদর্শন আলোচনা করে। এই ধরণের মতবাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, গোষ্ঠীচেতনাবাদ বা ভাববাদ প্রভৃতি বলা যেতে পারে।

৪) সমাজজীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নের আলোচনাও এই শাস্ত্র করে থাকে। সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে কিছু মৌলিক নীতি ও তত্ত্ব। তেমনি আবার সামাজিক বিকাশ ও বিবর্তন পরিচালিত হয় কিছু মূল আদর্শে দ্বারা। এ সবের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা সমাজদর্শনের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কতকগুলি বিশেষ আদর্শ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে পরিচালিত করে। সমাজদর্শন সংশ্লিষ্ট আদর্শসমূহের স্বরূপ নির্ধারণ করে এবং সমাজজীবনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে। সামাজিক আদর্শ, মূল্য ও উদ্দেশ্যের আলোচনা সমাজদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কারণে সমাজদর্শনে সমাজতান্ত্রিক, সমভোগবাদী, নৈরাজ্যবাদী প্রভৃতি আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৫) সমাজদর্শনের আলোচনার মধ্যে মানুষের সামাজিক সত্তার প্রকৃতি, সামাজিক বিবর্তন, মানুষের প্রকৃতি, সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড ও লোকনীতি প্রভৃতিও চলে আসে।

৬) সমাজদর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হল ‘সামাজিক অগ্রগতি’, তার অর্থ, বৈশিষ্ট্য, মাণদণ্ড প্রভৃতি বিষয় সমাজদর্শনের আলোচনার অর্ন্তভূক্ত। সামাজিক অগ্রগতির প্রসারতা ও গভীরতার দিক, সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্য শর্তসমূহ, সামাজিক ক্রমোন্নতির ধারণা; সামাজিক অগ্রগতি ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় নিয়েও সমাজদর্শন আলোচনা করে।

৭) সমাজজীবনে ধর্মের স্থান ও ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজদর্শনের আলোচনায়ও ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ধর্মের প্রকৃত অর্থ ও বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহ, ধর্মের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, ধর্ম ও সমাজসেবা, সামাজিক পটভূমিকা ধর্মের মূল্যায়ন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সমাজদর্শনে আলোচনা করা হয়। ধর্মে সামাজিক মূল্য, ধর্মের উন্নতি ও বিকাশ, সামাজিক সংহতি ও ধর্ম, সমাজজীবনে ধর্মের প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও সমাজদর্শনের আলোচনায় চলে আসে। বস্তুতপক্ষে সামাজিক দৃষ্টকোণ থেকে ধর্ম ও ধর্ম সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় নিয়ে সমাজদর্শনে আলোচনা করা হয়।

৮) সমাজদর্শনে সামাজিক ব্যাধি নিয়েও আলোচনা করা হয়। সমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞান (Social Pathology) সমাজদর্শনের আলোচনার অংশ বিশেষ। সমাজজীবনের সুস্থ ও সবল দিক যেমন আছে, তেমনি আবার অসুস্থ ও দুর্বল দিকও আছে। ব্যাধিগ্রস্ত হলেই সমাজজীবনে নানারকমের অপরাধ সংগঠিত হয়। তখনই শাস্তি প্রদানের প্রশ্ন ওঠে। সমাজজীবনের ব্যাধি বলতে ব্যাভিচার, মিথ্যাচার, প্রতারণা, চুরি-ডাকাতি, দেহব্যবসা, শঠতা প্রভৃতিকে বোঝায়। এ সবই হল সামাজিক অপরাধ। এ রকম সামাজিক অপরাধ সংখ্যায় বাড়তে থাকলে সমাজব্যবস্থা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

সুস্থ-সবল সমাজজীবনের স্বার্থে এই সকল সামাজিক ব্যাধির নিরাময় একান্ত আবশ্যক। এরজন্য দরকার অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি। সমাজদর্শনে সামাজিক ব্যাধি নিয়ে এবং সামাজিক ব্যাধির নিরাময়ের জন্য সঠিক ও সম্যক শাস্তির ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

৯) সমাজদর্শনে 'সভ্যতা ও সংস্কৃতি' নিয়েও আলোচনা করা হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ, লক্ষণ ও তাদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ও সমাজদর্শন আলোচনা করে।

উক্তরূপভাবে সমাজদর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সহজেই বলতে পারি সমাজদর্শনের আলোচনার ক্ষেত্র সমাজতত্ত্বের মত এত ব্যাপক পরিসরে না থাকলেও তা নিতান্ত কম নয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ